দৈনিক জনকণ্ঠ

196

তারিখ 30 SEP 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য আজাদ চৌধুরী

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য হিসাবে অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ চৌধুরীকে রবিবার নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডার ১৯৭৩-এর ১১(১) ধারা অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস চার বছরের জন্য এ নিয়োগ দেন। অধ্যাপক চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৭তম উপাচার্য হলেন। আজ সোমবার সকাল ১০টায় অস্থায়ী উপাচার্য অধ্যাপক শহীদউদ্দিন আহমেদ নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক আজাদ চৌধুরীর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব হস্তান্তর করবেন।

অধ্যাপক চৌধুরী গত ২৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত তিন সদস্যের উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনে সর্বাধিক ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। মোট ৮২টি ভোটের মধ্যে তিনি ৬০টি ভোট পান। বিজয়ী তিন সদস্যের প্যানেল চ্যান্সেলরের কাছে পাঠানো হলে তিনি (চ্যান্সেলর) সর্বাধিক ভোটপ্রাপ্ত অধ্যাপক চৌধুরীকে উপাচার্য পদে নিয়োগ দেন। রবিবার দুপুরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চ্যান্সেলর ডেস্ক থেকে উপাচার্যের নিয়োগপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয়।

উল্লেখ্য, গত ২৪ আগস্ট অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ উপাচার্য পদ থেকে পদত্যাগ করলে ঐই পদটি খালি হয়। এরপর ৩১ আগস্ট উপ-উপাচার্য অধ্যাপক শহীদউদ্দিন আহমেদকে অস্থায়ী উপাচার্য পদে এক মাসের জন্য নিয়োগ দেয়া হয়। আজ সোমবার অস্থায়ী উপাচার্যের মেয়াদের শেষ দিন।

নবনিযুক্ত উপাচার্যের জীবনী

নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ ১৯৪৬ সালে বৃহত্তর

(১৫ পৃষ্ঠা ৩ কঃ দেখুন)

নতুন উপাচার্য আজাদ চৌধুরী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

(প্রথম পাতার পর)

নোয়াখালীর ফেনীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জৈব রসায়ন বিভাগ থেকে ১৯৬৭ ও ৬৮ সালে প্রথম শ্রেণীতে যথাক্রমে বিএসসি (অনার্স) ও এমএসসি ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ১৯৭৬ সালে যুক্তরাজ্যের ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফার্মাসির ওপর ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। দেশী-বিদেশী জার্নালে তাঁর ৬৮টি গবেষণা প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে তাঁর একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। তিনি উপাচার্য পদে নিযুক্ত লাভের পূর্বে ফার্মাসি অনুষদের ডীন হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অধ্যাপক চৌধুরী ইতোমধ্যেই আওয়ামী লীগ উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যপদ থেকে অব্যাহতির জন্য আওয়ামী লীগ প্রধানের নিকট অনুরোধ জানালে তিনি তা সানন্দে গ্রহণ করেন। আওয়ামী লীগ প্রধান, যিনি প্রধানমন্ত্রীও বটে অধ্যাপক চৌধুরীকে দলমতের উর্ধে থেকে নিরপেক্ষভাবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার পরামর্শ দেন এবং তাঁর দায়িত্ব পালনকালে সর্বতোভাবে তাঁকে সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রী অধ্যাপক চৌধুরীকে আন্তরিক শুভেচ্ছাও জ্ঞাপন করেন।